ইউনিট–৫

প্রভু যীশুর শিক্ষা ও উপদেশ

ভূমিকা

জীবনভর আমরা অনেক কিছু শিখি। সব ধরনের ভাল শিক্ষাই আমাদের জীবনকে গড়ে তোলার জন্য সহায়ক। কিন্তু কিছু কিছু শিক্ষা আছে যা জীবনের জন্য একান্ড় অপরিহার্য।অর্থাৎ যা পালন না করলেই নয়। প্রভু যীশু আমাদের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক শিক্ষা দিয়েছেন।এই শিক্ষার মাধ্যমে তিনি আমাদের দিয়েছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ আজ্ঞা বা আদেশ। আপনি কি জানেন সেই আজ্ঞাগুলো কী? সমাজে সবাই চায় সমান অধিকার। ঈশ্বর এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সকল মানুষেরই জন্য; মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য নয়। কিন্তু সকল মানুষ কি পাচ্ছে সম-অধিকার? পাচ্ছে কি সবাই ন্যায্যতা, পাচ্ছে কি সবাই ন্যায় বিচার? স্বর্গের আনন্দ বা স্বর্গসুখ লাভ করা সবারই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। কী করলে সবাই পেতে পারে স্বর্গের সেই অধিকার? এ ইউনিটের পরবর্তী পাঠগুলোতে খুঁজে পাবেন আপনার এসব প্রশ্নের উত্তর।

পাঠ–১ : সর্বশ্রেষ্ঠ আজ্ঞার বিষয়ে প্রভু যীশুর শিক্ষা
(মার্ক ১২:২৮-৩৭)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- যীশুর দেওয়া প্রধান দু'টি আদেশ কী তা বলতে পারবেন।
- শাস্ত্রীদের (ভন্ডদের) বিরুদ্ধে যীশু যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্ড়ু

৫.১.১

শাস্ত্রীদের একজন তখন এগিয়ে এলেন। তিনি তাঁদের ওই আলোচনা শুনেছিলেন আর লক্ষ্যও করেছিলেন, কেমন সুন্দরভাবে যীশু উত্তর দিয়েছেন। তিনি তখন যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন: "আচ্ছা, [বিধানের] সমস্ত আদেশের মধ্যে প্রধান কোন্‌টি?" উত্তরে যীশু বললেন: "প্রধান আদেশটি হল এই: 'শোন ইস্রায়েল: আমাদের ঈশ্বর প্রভুই একমাত্র প্রভু! আর তোমার ঈশ্বর স্বয়ং প্রভু যিনি, তাঁকে তুমি ভালোবাসবে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ড় মন দিয়ে আর তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে।' দ্বিতীয় প্রধান আদেশটি হল এ-ই: 'তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মতোই ভালোবাসবে।' এই দু'টির চেয়ে বড় কোন আদেশই আর নেই।" সেই শাস্ত্রী তখন যীশুকে বললেন: "ঠিক কথা, গুরু, আপনি ঠিকই বলেছেন যে, ঈশ্বর অনন্য, তিনি ছাড়া আর কোন দেবতাই নেই! সমস্ত অন্তর দিয়ে, সমস্ত বুদ্ধি দিয়ে ও সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁকে ভালোবাসা এবং প্রতিবেশীকেও নিজের মতোই ভালোবাসা, সে তো সমস্ত পূর্ণাহুতি ও বলিদানের চেয়ে অনেক ভাল!" তাঁর এই মন্তব্য যে কত সুবিবেচিত, তা লক্ষ্য ক'রে যীশু তাঁকে বললেন, "আপনি ঐশরাজ্য থেকে আর বেশি দূরে নেই!"

এর পরে আর কেউই তাঁকে কোন প্রশ্ন করতে সাহস করল না।

৫.১.২

পরে যীশু যখন মন্দিরে উপদেশ দিচ্ছিলেন, সেই সময় তিনি বললেন: "আচ্ছা, শাস্ত্রীরা কী ক'রেই বা বলতে পারেন যে, খ্রিষ্ট দাউদ-সন্তান? দাউদ নিজেই তো পবিত্র আত্মার প্রেরণায় বলে গেছেন: 'প্রভু আমার প্রভুকে বললেন: এসো, আমার ডান পাশেই বসো তুমি, তোমার শত্রুদের যতক্ষণ না আনি আমি তোমার পদতলে!' দেখা যাচ্ছে, দাউদ নিজে খ্রিষ্টকে প্রভুই বলছেন! তাহলে প্রশ্ন হল, খ্রিষ্ট কী ক'রেই বা দাউদের সন্তান হতে পারেন?" বহু লোক সেখানে ছিল: তারা আনন্দের সঙ্গেই যীশুর কথা শুনছিল।

৫.১.৩

সেদিন উপদেশ দিতে দিতে যীশু এক সময় বললেন: "শাস্ত্রীদের সম্বন্ধে তোমরা কিন্তু সাবধান থেকো! তাঁরা লম্বা লম্বা পোশাক পরে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসেন। আর ভালোবাসেন হাটে বাজারে মানুষের সশ্রদ্ধ অভিবাদন পেতে। সমাজগৃহে

সামনের আসন আর ভোজসভায় সম্মানের স্থানই পেতে চান তাঁরা। তাঁরা বিধবাদের বিষয়-সম্পত্তি গ্রাস করেন; আবার ভান ক'রে লম্বা লম্বা প্রার্থনাও আওড়ান। তাঁরা কিন্তু অনেক বেশি শাস্তিই পাবেন।

সার-সংক্ষেপ

যীশুর দেওয়া দু'টি প্রধান আদেশ হলো: প্রথমত ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও দ্বিতীয়টি হলো মানুষের প্রতি প্রেমপূর্ণ সেবা। যীশু উভয় আদেশকে সমান মর্যাদা ও গুরুত্ব দেন। কারণ ঈশ্বরকে প্রেম করা তখনই সম্ভব হয় যখন মানুষকে সেবা করা হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভালোবাসে, তাকে তার প্রতিবেশীকেও ভালোবাসতে হবে। অন্যদিকে প্রতিবেশীকে ভালোবাসলে ঈশ্বরকেও ভালোবাসতে হবে। আর তখনই মানুষ স্বর্গরাজ্যকে দান হিসাবে গ্রহণ করতে এবং এর জন্য দায়বদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবে।

মনে রাখুন

"তোমার ঈশ্বর স্বয়ং প্রভু যিনি, তাঁকে তুমি ভালোবাসবে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে আর তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে এবং তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মতোই ভালোবাসবে।"

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

ঐশরাজ্য বা স্বর্গরাজ্য

এ জগতে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে শাসন বা প্রশাসনকে বুঝায়। যীশুর দেওয়া আদেশ যারা পালন করবে তাদের জীবনের রাজা হবেন স্বয়ং ঈশ্বর। তখন তাদের জীবনে ঈশ্বরের আশীর্বাদ, আনন্দ ও শান্তি বিরাজ করবে। এই স্বর্গরাজ্য বা ঈশ্বরের বিধান অনুযায়ী নৈতিক জীবনের উপরই যীশু সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

খ্রিষ্ট দাউদ-সন্তান

যীশু খ্রিষ্টের অপর নাম মশীহ। রাজা দায়ূদের বংশধর এবং আধ্যাত্মিক অর্থে রাজা হিসাবে দায়ূদের সিংহাসনে বসবেন বলে পবিত্র শাস্ত্রে খ্রিষ্টকে এই নামে ডাকা হয়েছে।

খ্রিষ্ট

'খ্রিষ্ট' শব্দটি গ্রীক ভাষা থেকে এসেছে, এর অর্থ 'অভিষিক্ত'। হিব্রু ভাষায় খ্রিষ্টকে মশীহ বলা হয়েছে। "মশীহ" শব্দের অর্থ মুক্তিদাতা বা ত্রাণকর্তা। প্রভু যীশুকে 'খ্রিষ্ট' বা 'মশীহ' বলা হয়েছে কারণ ঈশ্বর একটি বিশেষ কাজের জন্য, অর্থাৎ মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করবার জন্য প্রভু যীশুকে অভিষিক্ত করেছেন।

দায়ূদ : (ইউনিট ১.১-এর শব্দটীকা দেখুন)

শাস্ত্রী : (ইউনিট ৩.৩-এর শব্দটীকা দেখুন)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যীশুর দেওয়া প্রথম প্রধান আদেশ কোন্‌টি?
- ক) নিজেকে ভালোবাসা
- খ) পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করা
- গ) গুরুজনদের সম্মান দেখানো
- ঘ) মনপ্রাণ দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসা

২। যীশুর দেওয়া দ্বিতীয় প্রধান আদেশ কোন্‌টি?
- ক) শত্রুকে ভালোবাসা
- খ) প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসা
- গ) দশ আজ্ঞা মেনে চলা
- ঘ) মন্ডলীর নিয়ম পালন করা

৩। শাস্ত্রীদের কর্মফল সম্বন্ধে যীশু কী বলেছেন?
- ক) তাঁরা ঈশ্বরের কাছ থেকে সম্মান পাবেন
- খ) তাঁরা অনেক বেশি শাস্তি পাবেন
- গ) স্বর্গরাজ্য তাঁদের হবে
- ঘ) তাঁরা ঈশ্বরের প্রচুর আশীর্বাদ পাবেন

পাঠ–২ : পরের বিচার করা ও ন্যায় বিচার সম্বন্ধে শিক্ষা
(মথি ৭:১-৬; লুক ১৮:২-৮)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- পরের বিচার করার বিষয়ে যীশু যে শিক্ষা দিয়েছেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সুবিচার পাওয়ার উপায় হিসাবে যীশু যে শিক্ষা দেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

৫.২.১

পরের বিচার করতে যেয়ো না, যাতে তোমাদের নিজেদেরই বিচারে দাঁড়াতে না হয়! কারণ তোমরা নিজেরা যে বিচার-নীতিতে পরের বিচার করছ, তোমাদেরও একদিন সেইমতোই বিচার করা হবে। তোমরা নিজেরা এখন যে-মাপকাঠিতে অন্যক মেপে দিচ্ছ, তোমাদেরও একদিন সেই মাপকাঠিতেই মাপা হবে। তোমার ভাইয়ের চোখে যে-কুটোটুকু রয়েছে, সেদিকে কেন তাকিয়ে আছ, অথচ তোমার চোখেই যে কড়িকাঠটা রয়েছে, তা যে তুমি দেখছই না! সে কি! তোমার চোখে ওই কড়িকাঠটা থাকতেও তোমার ভাইকে তুমি কেমন করেই বা বলতে যাও: 'একটু দাড়াও, তোমার চোখ থেকে ওই কুটোটা বের করে দিই! ওরে ভন্ড, আগে নিজের চোখ থেকে কড়িকাঠটা তুলে ফেল্; তবেই তো ভাইয়ের চোখ থেকে কুটোটা বের করার মতো স্পষ্ট দৃষ্টি পাবি!

৫.২.২

শিষ্যদের যে সর্বদাই প্রার্থনা ক'রে যাওয়া উচিত, কখনো নিরাশ হয়ে পড়া উচিত নয়, এই কথা বোঝানোর জন্যে যীশু একদিন তাঁদের একটি উপমা-কাহিনী শোনালেন। তিনি বললেন: "এক শহরে একজন বিচারক ছিল; সে পরমেশ্বরকেও ভয় করতো না আর মানুষকেও গ্রাহ্য করতো না! সেই শহরে ছিল এক বিধবা; সে ওই বিচারকের কাছে বারবার এসে বলতো: 'প্রতিপক্ষ আমার প্রতি যে অন্যায় করেছে, আপনি তার সুবিচার করুন।' বিচারক কিন্তু বেশ কিছু দিন ধরে এই ব্যাপারে কিছুই করতে চাইল না। তবে শেষে মনে মনে ভাবতে লাগল: 'ঈশ্বরকে তো আমি ভয় করি না, মানুষকেও গ্রাহ্য করি না! তবুও ওই বিধবা মেয়েটা আমাকে যখন এতই বিরক্ত করছে, তখন আমি না হয় দেখব, যাতে ও সুবিচার পায়! নইলে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে ক'রে শেষে ও আমাকে একবারে নাকাল ক'রেই ছাড়বে!"

৫.২.৩

প্রভু বলতে লাগলেন: "সেই অসৎ বিচারকটা যে কী বলল, তা শুনলে তো? ... সুতরাং যারা পরমেশ্বরের মনোনীতজন, যারা দিনরাত তাঁকে ডাকে, তিনি কি তাদের সুবিচার করবেন না? তাদের সাহায্য করতে তিনি কি অযথা দেরী করবেন? আমি তোমাদের বলে রাখছি, তিনি তাদের সুবিচারই করবেন ... আর শীঘ্রই তা করবেন! ... কিন্তু হায়, সেদিন মানবপুত্র যখন ফিরে আসবে, তখন সে কি পৃথিবীতে একটুও ঈশ্বর-বিশ্বাস দেখতে পাবে?"

সার-সংক্ষেপ

এই গল্পে বিধবা যেমন তার অবিরাম চেষ্টার ফলে ন্যায় বিচার পেয়েছে তেমনি ঈশ্বরের রাজ্যও একদিন পৃথিবীর সমস্ত অন্যায়ের উপর জয়লাভ করবে। সুতরাং আমাদের অন্তরে স্থির বিশ্বাস রাখতে হবে যে, ঈশ্বরের রাজ্যের জয় সুনিশ্চিত। এ পৃথিবীতে সুবিচার পেতে হলে ব্যক্তির জীবনে প্রার্থনার দৃঢ়তা প্রয়োজন। প্রার্থনায় বিশ্বস্ত হতে পারলে যে কোন মন্দতা বা অন্যায়ের উপর জয়লাভ করা সম্ভব হয়।

আমাদের মনে রাখা উচিত যে, আমি যেভাবে অন্যের কাছে ন্যায়বিচার আশা করি সেইভাবে আমাকেও অন্যের প্রতি ন্যায়বিচার করতে হবে। নিজের মধ্যে দুর্বলতা থেকে গেলে ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করা খুবই কঠিন হয়। তাই প্রথমে নিজের জীবনের দুর্বলতাগুলো সংশোধন করে নিয়ে অপরের মঙ্গল কাজে অংশ গ্রহণ করলে তা হবে ফলপ্রসূ ও অর্থপূর্ণ।

মনে রাখুন

"তোমরা নিজেরা এখন যে মাপকাঠিতে অন্যকে মেপে দিচ্ছ, তোমাদেরও একদিন সেই মাপকাঠিতেই মাপা হবে।"

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

মাবনপুত্র/মনুষ্যপুত্র

মশীহের অনেকগুলো নামের মধ্যে এটি একটি। প্রভু যীশু নিজের কথা বলতে গিয়ে নিজেকে প্রায়ই "মনুষ্যপুত্র" বলেছেন। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে দানিয়েল পুস্ড়কে ৭:১৩ পদে মশীহকে "মনুষ্যপুত্র" বলা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পরের বেলায় যে মাপকাঠি ব্যবহার করা হয় তা কাদের বেলায় ব্যবহার করা হবে?

ক) ধর্মগুরুদের বেলায় খ) শাস্ত্রীদের বেলায়

গ) নিজেদের বেলায় ঘ) যীশুর শিষ্যদের বেলায়

২। ঈশ্বর কাদের সুবিচার করবেন?

ক) যারা দিনরাত কাঁদে খ) যারা ধার্মিক

গ) যারা অন্যের প্রতি সুবিচার করে ঘ) যারা দিনরাত ঈশ্বরকে ডাকে

৩। শিষ্যদের কখন প্রার্থনা করা উচিত?

ক) সকালে খ) সন্ধ্যায়

গ) সকালে ও বিকালে ঘ) সর্বদা

পাঠ–৩ : স্বর্গের পথে চলার বিষয়ে শিক্ষা
(মথি ৭:১৩-২৭)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- স্বর্গে যেতে হলে কোন্ পথ অনুসরণ করতে হবে সে বিষয়ে বলতে পারবেন।
- স্বর্গে প্রবেশ করা যায় কীভাবে সে বিষয়ে যীশুর শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।
- খ্রিষ্টিয় জীবনের ভিত্তি কীভাবে তৈরি করতে হবে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্ড়ু

৫.৩.১ মহাজীবনের পথ দুর্গম সঙ্কীর্ণ পথ

তোমরা সরু দরজা দিয়েই ভেতরে যাও; কেননা যে-দরজা, যে-পথ মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, সেই দরজা যে চওড়া, সেই পথ প্রশস্ত! আর অনেকেই তো সেই পথে পা-ও বাড়ায়! কিন্তু কত সরু সেই দরজা, কতই না সঙ্কীর্ণ সেই পথ, যা মানুষকে নিয়ে যায় মহাজীবনের দিকে! আর অল্প লোকই তো সেই পথের সন্ধান পায়!

৫.৩.২ নকল ধর্মগুরুদের বিষয়ে যীশুর সতর্কবাণী

নকল প্রবক্তাদের সম্বন্ধে তোমরা কিন্তু সতর্ক থেকো! বাইরে ভেড়ার পোশাক পরেই তোমাদের কাছে আসে ওরা, কিন্তু ভেতরে ওরা শিকার-লোলুপ নেকড়েরই মতো! ওদের কাজ দেখেই তোমরা ওদের আসল পরিচয় পাবে। লোকেরা কি কাঁটা-গাছ থেকে আঙুর-ফল, কিংবা শিয়াল-কাঁটা থেকে ডুমুর-ফল পেড়ে আনে? তেমনিভাবে ভাল গাছ মাত্রই ভাল ফল দিয়ে থাকে, আর রুগ্ন গাছও ভাল ফল দিতে পারে না! যে-সব গাছ ভাল ফল দেয় না, সেগুলো কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়। তাই বলছি, ওইসব লোকের কাজ দেখেই তোমরা ওদের আসল পরিচয় পাবে।

৫.৩.৩ যে প্রভুর ইচ্ছা পালন করে, সে-ই প্রকৃত শিষ্য

যারা আমাকে 'প্রভু! প্রভু!' ব'লে ডাকে, তারা সকলেই যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে, তা নয়! বরং আমার স্বর্গনিবাসী পিতার ইচ্ছা যে পালন করে, সে-ই সেখানে প্রবেশ করতে পারবে। [মহাবিচারের] সেই দিনটি এলে অনেকেই আমাকে বলবে:

'প্রভু! প্রভু! আমরা কি আপনার নামে প্রবক্তার কাজ করিনি? আপনার নামে কি অপদূত তাড়াইনি? আপনার নামেই কি অনেক অলৌকিক কাজ সম্পন্ন করিনি?' সেদিন কিন্তু আমি তাদের স্পষ্টই বলব: 'না, কোন কালেই তোমাদের আমি আপন লোক ব'লে তো মনে করিনি। যত অপকর্মার দল! আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও তোমরা!'

৫.৩.৪ যীশুর বাণী পালনেই মানুষের পরিত্রাণ

তাই যে-কেউ আমার এই সব কথা শোনে ও মেনে চলে, সে তেমন এক বুদ্ধিমান লোকেরই মতো, যে নিজের বাড়ি গড়ে তুলেছে পাথরের ভিতের ওপর; হঠাৎ বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, ঝড়ো হাওয়া বইল, ঝাঁপিয়ে পড়ল বাড়িটার ওপর; কিন্তু বাড়িটা তবুও ভেঙে পড়ল না, কারণ পাথরের ওপর গাঁথা ছিল তার ভিত্। এদিকে যে-কেউ আমার এই সব কথা শুনেও তা মেনে চলে না, সে কিন্তু তেমন এক নির্বোধ লোকেরই মতো, যে নিজের বাড়ি গড়ে তুলেছে বালির ওপর; হঠাৎ বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, ঝড়ো হাওয়া বইল এবং সজোরে বাড়িটার গায়ে ঝাপটা মারতে লাগল; আর বাড়িটাও ভেঙে পড়ল। উঃ, কী সাংঘাতিক সেই ভেঙে পড়া!"

সার-সংক্ষেপ

যীশু হলেন পরিত্রাণের পথ, মুক্তির জন্য তাঁর মধ্য দিয়েই যেতে হবে কারণ যীশুতেই আছে শাশ্বত জীবন। এই শাশ্বত জীবন পেতে হলে সরু পথ অনুসরণ করতে হবে, অর্থাৎ কষ্ট, ত্যাগস্বীকার ও সাধনা করতে হবে; সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে হবে। জীবনে প্রকৃত পথ বেছে নেওয়ার জন্য যীশু ভন্ড প্রবক্তাদের দেখানো পথ অনুসরণ করতে বারণ করেন, কারণ সব শিক্ষাই যে উত্তম এবং জীবনের উপযোগী তা নয়। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের দায়িত্ব হলো প্রকৃত ও সঠিক পথ বেছে নেওয়া।

আমাদের জীবনের ভিত্তি রচনা করতে হবে পাথরের উপর। আর যীশুই হলেন আসল ভিত্তি-প্রস্তর। তাঁর উপর নির্ভর করে আমাদের জীবন গড়ে তুললে জীবনের সব প্রলোভন ও পরীক্ষায় জয়ী হতে পারবো অন্যথায় বালির উপর নির্মিত ঘরের ন্যায় আমাদের জীবন অতি সহজে ধ্বংস হয়ে যাবে। শাশ্বত জীবন লাভ করতে হলে খ্রীষ্টকে আমাদের জীবনের কেন্দ্র ও ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

মনে রাখুন

"কত সরু সেই দরজা, কতই না সংকীর্ণ সেই পথ, যা মানুষকে নিয়ে যায় মহাজীবনের দিকে! আর অল্প লোকই তো সেই পথের সন্ধান পায়!"

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

ভন্ড প্রবক্তা

যুগে যুগে পৃথিবীতে এক ধরনের ভন্ড প্রবক্তার আবির্ভাব হয়েছে এবং হবে, যারা মানুষের উপকার বা মঙ্গল করার নামে অপকারই করে বেশি। তারা ঈশ্বরের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার মিথ্যা দাবী করে বলে অনেকে অন্ধভাবে তাদেরকে অনুসরণ করে বিপথগামী হয়েছে ও মন্দ কাজে জড়িয়ে পড়েছে। এই কারণেই যীশু তাদের সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

সরু দরজা

আত্মসংযমের পথ, আত্মত্যাগের পথ, আত্মদানের পথ, সত্য ও ন্যায়ের পথ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্বর্গে যাবার পথ কেমন?

ক) প্রশস্ত বা চওড়া
খ) দীর্ঘ
গ) সরু বা সংকীর্ণ
ঘ) দুর্গম

২। কে স্বর্গে যেতে পারে?
ক) পেশাগত জীবনে যে প্রতিষ্ঠালাভ করে
খ) স্বর্গনিবাসী পিতার ইচ্ছা যে পালন করে
গ) যার অন্তর দীন
ঘ) যে ঈশ্বরকে "প্রভু, প্রভু" বলে

৩। বুদ্ধিমান লোকেরা কিসের উপর বাড়ীর ভিত্তি তৈরি করে?
ক) বালির উপর
খ) পাহাড়ের উপর
গ) পাথরের উপর
ঘ) পাটাতনের উপর

৪। কারা পাথরের উপর জীবনের ভিত্তি গড়ে তোলে?
ক) যারা যীশুর কথা শোনে ও তা মেনে চলে
খ) যারা নিজের বুদ্ধি ব্যবহার করে
গ) যারা পবিত্র জীবন যাপন করে
ঘ) যারা মন্ডলীর নির্দেশ মেনে চলে

রচনামূলক প্রশ্ন

১। যীশুর দেওয়া প্রধান দু'টি আদেশ কী? ব্যাখ্যা করুন। (অনুচ্ছেদ ৫.১.১ দেখুন)
২। শাস্ত্রীদের বিরুদ্ধে যীশু কী সতর্কবাণী দিয়েছেন এবং কেন? (অনুচ্ছেদ ৫.১.৩ দেখুন)
৩। পরের বিচার করার বিষয়ে যীশু যে শিক্ষা দিয়েছেন তা ব্যাখ্যা করুন। (অনুচ্ছেদ ৫.২.১ দেখুন)
৪। সুবিচার পাওয়ার জন্য প্রার্থনার স্থান নিরূপণ করুন। (অনুচ্ছেদ ৫.২.২ ও ৫.২.৩ দেখুন)
৫। ন্যায়বিচারের তাৎপর্য বর্ণনা করুন। (৫.২ এর সারমর্ম দেখুন)
৬। স্বর্গে যেতে হলে কোন পথ অনুসরণ করতে হবে – এ বিষয়ে যীশুর শিক্ষা বর্ণনা করুন। (অনুচ্ছেদ ৫.৩.১ ও ৫.৩.৪ দেখুন)
৭। খ্রিষ্টিয় জীবনের ভিত্তি কিভাবে তৈরি করতে হবে? ব্যাখ্যা করুন। (৫.৩ এর সারমর্ম দেখুন)
৮। শব্দটীকা লিখুন – ঐশরাজ্য, খ্রীষ্ট, দাউদ, শাস্ত্রী (৫.১ দেখুন), মানবপুত্র (৫.২ দেখুন), ভন্ড নবী, সরু দরজা (৫.৩ দেখুন)

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.১
১। ঘ, ২। খ, ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.২
১। গ, ২। ঘ, ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.২
১। গ, ২। খ, ৩। গ, ৪। ক